পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি

৮৯, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা- ৭০০ ০০৭

মাননীয়,
বার্তা সম্পাদক

_____

মহাশয়,

নীচের এই প্রেস বিবৃতিটি আপনাদের বহুল প্রচারিত সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করছি।

প্রেস বিবৃতি

০৫-০৭-২০১৮

এ রাজ্যে উচ্চশিক্ষা, বর্তমান শাসক দলের লাগামহীন দুর্নীতি, অনাচার ও সন্ত্রাসে আজ যে মাত্রায় বিপন্নতার সম্মুখীন তাতে পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি(**WBCUTA)** গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছে। কলেজগুলিতে স্নাতকস্তরের ভর্তি নিয়ে সীমাহীন দুর্নীতি এবং তোলাবাজি বিগত কয়েক বছর ধরেই এ রাজ্যে চলেছে। এই বছর গত কয়েকদিনের অভিজ্ঞতায় আমরা লক্ষ্য করলাম, বিষয়টি ভর্তি - প্রার্থী ছাত্রছাত্রীদের এবং অভিভাবক কুলের সহ্যের সীমা ছাড়িয়েছে। মেধার ভিত্তিতে ভর্তির নীতিকে লঙ্ঘন করে অনৈতিক আর্থিক লেনদেনের মাধ্যমে ভর্তি হতে হচ্ছে বহু অসহায় ছাত্রছাত্রীকে। রাজ্য জুড়ে শিক্ষাঙ্গনে সরকারী মদতে বর্তমান শাসক দল ও তার দুষ্কৃতি বাহিনীর এই তান্ডবকে অধ্যাপক সমিতি তীব্র ধিক্কার জানাচ্ছে। আমরা আরও উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করলাম, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মত ঐতিহ্যমন্ডিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, ছাত্র ভর্তির প্রবেশিকা পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী তথা শাসক দলের সীমাহীন খবরদারি, ঐ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বাধিকার বিপন্ন করে তুলেছে। সর্বোপরি আমরা দেখছি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সমগ্র ভর্তি প্রক্রিয়ায় পছন্দের কিছু মানুষ ছাড়া বাকী শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের ন্যুনতম দায়িত্ব বন্টন করা হচ্ছে না। উপরোক্ত দুর্নীতি আড়াল করতে ও ক্যাম্পাসগুলিতে নির্লজ্জ দলতন্ত্র কায়েম করতে শাসকদল পরিকল্পনা মাফিক এই কাজ করছে।

অধ্যাপক সমিতির দাবি :

১) দুর্নীতি রোধ করে স্বচ্ছতার সঙ্গে মেধার ভিত্তিতে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ছাত্রভর্তি সুনিশ্চিত করতে হবে।

২) সমগ্র ভর্তির প্রক্রিয়ায় শিক্ষক শিক্ষাকর্মীদের প্রতি আস্থা রেখে সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব বন্টন করতে হবে।

৩) কলেজগুলিতে স্নাতকস্তরে ভর্তির ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় ভিত্তিক কেন্দ্রীয় অনলাইন প্রথা চালু করতে হবে। সেই সাথে এই কেন্দ্রীয় অনলাইন ব্যবস্থা স্বচ্ছতার সঙ্গে পরিচালনার জন্য উপযুক্ত পদক্ষেপ নিতে হবে।

৪) যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে পূর্বের ঐতিহ্য মেনে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের পরিচালনায় ভর্তির প্রবেশিকা পরীক্ষা চালু রাখতে হবে। এই প্রশ্নে বিশ্ববিদালয়ের স্বাধিকারে হস্তক্ষেপ করা চলবে না। সেই সাথে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের প্রতি আস্থাহীনতা প্রকাশ করে তাদের অসম্মান করার মত নিন্দনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ থেকে বিরত থাকতে হবে।

৫) সর্বোপরি সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকেই সর্বাত্মক উদ্যোগ নিয়ে মেধার ভিত্তিতে ছাত্রভর্তি সুনিশ্চিত করার প্রশ্নে শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী ও আধিকারিকদের যুক্ত করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে।

অধ্যাপক সমিতি এ কথা বিশ্বাস করে যে, মুখ্যমন্ত্রী বা শিক্ষামন্ত্রী সহ মন্ত্রীসভার দু - এক জন সদস্য দু একটি কলেজ গেটে পৌঁছলে বর্তমান সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। এর জন্য চাই রাজনৈতিক সদিচ্ছা ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিকে দলতন্ত্রের হাত থেকে মুক্ত করা। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা জরুরী, ছাত্রীভর্তিকে ঘিরে রাজ্য জুড়ে চলা এই তোলাবাজি ও দুর্নীতির খবর জনসমক্ষে আনবার ক্ষেত্রে গণমাধ্যমের একটি বড় অংশ যে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করেছে তা প্রশংসনীয়।

ধন্যবাদ সহ

(শ্রুতিনাথ প্রহরাজ)
সাধারণ সম্পাদক
মোবাইল নম্বর : ৯৪৩৩৮২০৬১০

(শুভোদয় দাশগুপ্ত)
সভাপতি
মোবাইল নম্বর : ৯৪৩১২০১৮৫২